R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত হরহচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ২৭ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৫ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ২২শে নভেম্বর ২০০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

বাংলাদেশের সমাজবিরোধীরা এখন শহরের লজে ডেরা গেড়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উমরপুর চার রাস্তার ক্রসিং-এ গত ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যে ৫-৩০ নাগাদ বহরমপুরের জনৈক অর্ডার সাপ্লায়ার্স অলোক কুন্ডুর তিন হাজার টাকা পকেটমারি হয়। অলোকবাবু পকেটমারকে হাতেনাতে ধরে ফেললেও আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো সমাজবিরোধীদের জটলায় টাকাটা উধাও হয়ে যায়। ধৃত পকেটমারকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে এক সমাজবিরোধী গ্যাং রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া গোপালনগরের এক লজে আস্তানা গেড়েছে। এরা নাকি সংখ্যায় চারজন এবং হেরোইন পাচারের সঙ্গেও যুক্ত। পুলিশের জেরায় লজ মালিক জানান— (শেষ পৃষ্ঠায়)

পর পর দু'জন খুন হওয়ায় ধুলিয়ান আতঙ্কিত

নিজস্ব সংবাদদাতা : শান্ত শহর ধুলিয়ান হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। পুর এলাকার ৫নং ওয়ার্ড হরিসভার কাছে দু'জনকে খড় কাটা বঁটি দিয়ে আহত করে তাপস সাহা নামে ঐ এলাকার এক যুবক। এদের মধ্যে একজন মুদি ব্যবসায়ী নিতাই দাস, অপরজন লক্ষ্মী দাসগুপ্ত। নিতাই বহরমপুর যাওয়ার পথে মারা যান। লক্ষ্মী এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করছেন। এর কয়েকদিন বাদেই ধুলিয়ান ফেরিঘাটের সুরেন চৌধুরী (২২) খুন হন। তার বাড়ী পার অনুপনগর। ধুলিয়ানের সিকানদার মহলদার নামে এক সমাজবিরোধী গলা কেটে হত্যা করে। জানা যায় প্রথম ঘটনাটি প্রেমঘটিত কারণে, দ্বিতীয়টি চোরাকারবারীদের মাল পারাপার করতে না চাওয়ায়। দুটি খুনের আসামীকে পুলিশ ধরলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রায় রান্নার গ্যাস সিলিণ্ডারে ২—৩ কেজি ওজন কম

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার জনৈক গ্রাহকের পুত্র সোমনাথ ঘোষাল সন্দেহবশতঃ আই ও সি এজেন্টের পাঠানো রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারগুলো ভ্যান চালককে পর পর ওজন করতে বলেন। প্রতিটি সিলিন্ডারেই ২/৩ কেজি করে ওজন কম দেখা যায়। বেগতিক দেখে ভ্যানচালক পালিয়ে যায়। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটা সিলিন্ডারে ১৪ কেজি ২০০ গ্রাম গ্যাস থাকার নিয়ম। প্রতিটি ভর্তি সিলিন্ডারের ওজন হওয়া উচিত ২৯ কেজি ৫০০ থেকে ৩১ কেজি পর্যন্ত। কারণ সব সিলিন্ডারের ওজন সমান থাকে না। প্রতিটি সিলিন্ডারের নিচে খালি ও ভর্তি সিলিন্ডারের ওজন উল্লেখ থাকে। এছাড়া বুকিং কার্ডেরও নির্দেশ থাকে ওজনও সিল দেখে নেয়ার। কিন্তু এসব নিয়ম ক'জন গ্রাহক মানতে পারেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজনীতির টানাপোড়েনে প্যারাটিচার নিয়োগ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সুতী-১ ব্লকের সাদিকপুর হাই স্কুলে গণিতের প্যারা-টিচার নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক শিকার হলেন প্রার্থী শরৎকুমার দাস। জানা যায়, গত ৬/২/০৬ সর্বশিক্ষা দপ্তরের ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসারের এ্যাপ্রুভ্যাল থাকা সত্ত্বেও অন্য তিনজন শিক্ষকের মতো শরৎবাবুকে গণিতের (শেষ পৃষ্ঠায়)

এক মহিলার আক্রমণে টেলি দপ্তর অচল

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বাসষ্ট্যান্ড লাগোয়া টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস গত ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় এক মহিলার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অফিসের বারান্দায় রাখা ফোনের তার ছিঁড়ে, রিসিভার ভেঙে সবকিছু অচল করে দেন ঐ মহিলা। মহিলাটির নাম চন্দা মাহাতো। পরদিনও অফিস (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাস্তা অবরোধকারীদের উচ্ছেদের সঙ্গে সুপার মার্কেটের সম্পর্ক নাই

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা এলাকায় রাস্তা অবরোধকারীদের উচ্ছেদের সঙ্গে সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণের কোন সম্পর্ক নাই। জেলা পরিষদ থেকে এটা করা হচ্ছে। সুপার মার্কেটের হালফিল খবর—সয়েল টেষ্ট রিপোর্ট এসে গেছে। প্রোজেক্ট (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

চালচিত্রে বিদ্যালয়

সোনার খাঁচায় শিক্ষানবীশী পাখিটি পুঁথির শুষ্ক পাতা গলধকরণ করিতে না পারিয়া কী মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করিয়াছিল তাহা 'তোতাকাহিনী'তে আমরা পড়িয়াছি। তাহাকে দেখাশোনার জন্য রাজা ভাগিনেয়কে নিযুক্ত করিয়াছেন, বিদ্যা দিগ্‌গজ পন্ডিতও নিয়োগ করিয়া পাখিটিকে সুশিক্ষিত, ভদ্রস্থ করিবার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। শিক্ষার জন্য পুঁথিও রচিত হইয়াছে দিস্তা দিস্তা কাগজ কালি ব্যয় করিয়া। সব ব্যবস্থাই হইয়াছে —কিন্তু যাহার শিক্ষার জন্য এত আয়োজনের আড়ম্বর তাহার কথাটিও কেহ একবার ভাবিলেন না।

যে কথাটি বলিবার জন্য এতটা উপক্রমণিকা তাহা সেই শিশুকিশোর পড়ুয়াদের আপন আপন বিদ্যালয়ে অবস্থানকালের তিক্ত অথচ লজ্জাকর ঘটনার খবর। বর্তমানে শিক্ষার ব্যবস্থায় খোল নালচে অনেক পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়াছে, শিক্ষকদের আর্থিক কৌলিন্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, পাঠক্রমকে সময়ের সঙ্গে তাল মিলাইয়া ঢালিয়া সাজানো হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্কের কী কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে? বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীরা কী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকট হইতে হৃদ্যতা, সংবেদনশীলতা পূর্বের ন্যায় তেমন পাইতেছে? মনে হয়—না। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—ইহারা পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষক না শাসন কর্তা বা কর্মী?

কয়েকটি ঘটনার প্রকাশিত তথ্য বোধ হয় সেই প্রশ্নকে জাগাইয়া তোলে। প্রকৃত শিক্ষক হইবেন সংবেদনশীল, সহিষ্ণু এবং উদার। তাহাদের অর্জিত বিদ্যা যদি বিনয় বিনম্র না হয় তবে তাহারা বিদ্যায়তনে ছাত্র-ছাত্রীদের কী বিদ্যা দান করিবেন? সবাই দিগ্‌গজ পন্ডিত নাও হইতে পারেন, তবে তাহাদের মানবিক হইতে বাধা কোথায়? শিক্ষক-শিক্ষিকারা কি এই সমাজের বাহিরে? তাহারা কি আপন ঘর সংসারে স্নেহশীল পিতামাতা নহেন? লঘু অপরাধে তাহারাও কি আপন সন্তানদের নিষ্ঠুর নির্মমভাবে শাস্তি বিধান করেন? অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা হইল বাঁকুড়া মিশন হাই স্কুলের এবং নদীয়া জেলার করিমপুর জগন্নাথ বিদ্যালয়ের। স্মরণে থাকিতে পারে বেশ কিছুদিন পূর্বে হাওড়া জেলার দুইটি বিদ্যালয়েও ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটাইয়াছেন মাননীয় শিক্ষক মহাশয়েরা। কোন কোন বিদ্যালয়ে আবার শিশু ছাত্রছাত্রীকে তালাবন্দী অবস্থায় রাখিয়া শিক্ষিকা বিদ্যালয় গেট বন্ধ করিয়া বাড়ি চলিয়া যান। এই সব ঘটনা কী বলে না —শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয়ের পড়ুয়া শিশু কিশোরদের পাঠদান অপেক্ষা আপন আপন বাড়ি ফিরিবার তাগিদা, আগ্রহ বোধ করেন অনেক বেশী। আবার কোথাও কোথাও ছাত্র-ছাত্রীদের নামে মিথ্যা অপবাদ রটাইতে তাহাদের বিবেকে, রুচিতে বাধেনা। একটি দৈনিকে প্রকাশিত হইয়াছে এক অসহিষ্ণু শিক্ষিকার ছবিসহ লজ্জাকর এই আচরণের আলেখ্য। কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রকে শাস্তি দিতে গিয়া তাহার হাতে আগুন জ্বালানো কাগজের বল ধরাইতে দ্বিধাবোধ করেন না। কেহ বা আবার এমন প্রহার করেন, প্রহৃত ছাত্রকে হাসপাতালে পাঠাইতে হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার দায়ভার যাহারা লইয়াছেন শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করিয়া, তাহারা কি একবার আত্মসমীক্ষা করিয়া দেখিবেন, আপন আপন কর্তব্যের ত্রুটি সম্পর্কে? দর্পণে আপন মুখমন্ডল দেখিলে নিজেই লজ্জিত হইবেন বলিয়া মনে হয়।

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সাধন দাস

মুর্শিদাবাদের নিজস্ব গ্রামীণ সংস্কৃতি 'আলকাপ' আজ গবেষকদের ফাইলপত্রে কোনোমতে টিকে আছে। ঝাঁকসু-মাহাতাবের আলকাপ আজ অর্বাচীনদের হাতে পড়ে হয়েছে 'পঞ্চরস'। হিন্দী ফিল্মের কিছু হিট গান ঢুকিয়ে যাত্রার আদলে এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার একটা চেষ্টা হয়ে যাচ্ছে, তবু তাকে মুমূর্ষুই বলা যায়। কেন না, আজ পাড়ায় পাড়ায় ভিডিও হলে প্রাপ্তবয়স্ক ছবির রমরমা বাজার। উঠতি বয়সের বখে যাওয়া অপুরা আজ সেই ভিডিও হলে সিগারেট ফোঁকে আর সেক্স-ভায়োলেন্সে ভরা বাজারী হিন্দী ছবিতে বুঁদ হয়ে থাকে. পথ চলতি মেয়েদের উদ্দেশ্য করে ছুঁড়ে দেয় অশ্লীল মন্তব্য। কাশবনের ভেতর দিয়ে রেলগাড়ি দেখতে যাওয়ার অবাক বিস্ময় আজকের নিশ্চিন্দিপুরের অপুদুর্গাদের নবীন চোখে স্বপ্নকাজল পরিয়ে দেয় না। ঘরে ঘরে কেবল চ্যানেলের বাহারী প্রোগ্রাম, সকাল হতেই বাড়িতে বাড়িতে খবরের কাগজ, কানের সঙ্গে লেপ্টে থাকা মোবাইল ফোন, সর্বক্ষণের বাহন হিসেবে দশাসই চেহারার মোটর বাইক—তাই দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে মেঠোপথে আজ আর বাঁশী বাজাতে আসে না, আম্রমুকুলের গন্ধে বনের বাতাস আজ আর মদির হয়ে ওঠে না। গ্রাম থেকে আজ নিদারুণভাবে হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম। গ্রামের সংস্কৃতি এখন ককটেল সংস্কৃতি।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গ্রাম্যতা বা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কেটে ছেঁটে শহুরে আধুনিক পরিভাষা ব্যবহার করতে শিখেছে গ্রাম। র‍্যালা নেওয়া, হ্যাবক, ঢপমারা, গ্যাঁজানো, ফুটে যাওয়া, গ্যাস দেওয়া, ফান্টা, হাপিস করে দেওয়া, বামপার, মায়ের ভোগে দেওয়া ইত্যাদি শব্দ ঢুকে গেছে গ্রামের ছেলে ছোকরাদের মুখেও। যেমন. কাল তোকে হেভি লাগছিল, তোর নতুন জিনসটা ফাটাফাটি হয়েছে. এসব ফান্ডা আমার নেই রে ভাই ইত্যাদি। একদিন গ্রামের ভাষা ছিল গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট, আজ তা শহুরে স্ল্যাং-এর আতিশয্যে পীড়িত।

গ্রামের দোকান-পসারের হাল-হকিকৎ এখন অনেক বদলে গেছে। পথের পাঁচালীর প্রসন্ন গুরুমশাই-এর মতো কোনো দোকানদারকে এখন তেল-লবন বিক্রির সঙ্গে সঙ্গে পাঠশালা চালাতে হয় না। কেননা ভোগ্যপণ্য যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে জনসংখ্যা আর ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভোগবাদী মানসিকতা। একসময় গ্রামের দোকানে ঝোলা গুড়, খোলা নুন, তেজপাতা, মশলাপাতি আর জ্বরের পথ্য সাবু-বার্লি ছাড়া কিছু মিলত না। এখন গ্রামের বিপণনকেন্দ্রে বেবীফুড, ডিটারজেন্ট পাউডার, দামী বিস্কুট, শীত গ্রীষ্মের রকমারি সাবান, কোল্ডড্রিংকস্, এমনকি কফির প্যাকেটও পাওয়া যায়। শহর থেকে গোপনে অন্তর্বাস কেনার জড়তা ও প্রয়োজনও আজ নেই, কেন না প্রয়োজনীয় কসমেটিক্স ও জামাকাপড় গ্রামের দোকানে এখন মেলে।

গ্রামে গ্রামে গজিয়ে উঠেছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সেখানেও শহরের মতো খাঁচাবন্দী ভ্যানে চাপিয়ে কচিকাঁচাদের স্কুলে আনা হয়। কাজেই গ্রামের বাচ্চাদেরও সবুজ শৈশব কেড়ে নিচ্ছে আধুনিক শহুরে হাওয়া। বিকেলবেলা অনেক বাচ্চাই আজ আর (৩য় পৃষ্ঠায়)

সোস্যালিষ্ট পার্টির কনভেনশনে মৎস্য মন্ত্রী

অসিত রায় ঃ পশ্চিমবঙ্গ সোস্যালিস্ট পার্টির সাগরদীঘি শাখার ব্লক কনভেনসন হয়ে গেলো গত ১২ নভেম্বর সাগরদীঘি হাই স্কুল প্রাঙ্গণে। সেখানে প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য মন্ত্রী কিরণময় নন্দ এবং ভগবানগোলার বিধায়ক চাঁদ মহম্মদ। ছিলেন সংস্থার মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক তুষার চ্যাটার্জী প্রমুখ। পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের ব্যর্থ শিল্পনীতির ফলে উন্নয়নমুখী শিল্প বিকাশে এই রাজ্য অবনতির পথে এগিয়ে গেছে। বর্তমানে সেই বেহাল অবস্থা দূর হয়ে তৈরী হচ্ছে জনমুখী কর্মসূচীর মাধ্যমে শিল্প বিকাশের বাতাবরণ। জাতীয় উন্নয়ন নিগমের আর্থিক সহায়তায় সমবায় সমিতির মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে রঙ্গীন মাছ চাষের প্রকল্প। কৃষি, মৎস্যচাষ এবং পশুপালন এই তিনটির সমন্বয়ে গ্রামীণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করে তুলতে হবে। শিল্প উন্নয়নে এই রাজ্য এখন অন্যান্য রাজ্যের কাছে মডেল রাজ্যে চিহ্নিত হয়েছে। মাছ উৎপাদনে প্রচুর সম্ভাবনা থাকার ফলে সালিম গোষ্ঠীর পক্ষে বেনি সান্তোষা এই প্রকল্পে লগ্নী করতে এগিয়ে আসছেন বলে জানান মৎস্য মন্ত্রী। এই প্রকল্পের সার্থক রূপদানে বেকার যুব সম্প্রদায়ের সামনে খুলে যাবে নতুন সম্ভাবনাময় দিগন্ত বলেও জানান কিরণময় নন্দ।

চোলাই মদ খেয়ে একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বয়াড গ্রামের বাবর আলি (৪০), নাজের আলি (৫০) ও বাহারুল সেখ (৩৭) ফুলবন গ্রামের এক বাড়ীতে চোলাই মদ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থদের গ্রামবাসীরা সাগরদীঘি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে বাহারুল মারা যান।

স্কুল নির্বাচনে বামফ্রন্ট জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সুতী-১ ব্লকের সাদিকপুর হাই স্কুলে পুলিশ বেষ্টনিতে গত ১৯ নভেম্বর স্কুল ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হয়। সেখানে বামফ্রন্টের ৬ জন ও কংগ্রেসের ৬ জন প্রতিবদ্বন্দ্বী ছিলেন। বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীরা ৬টি আসনেই কংগ্রেস প্রার্থীদের পরাজিত করেন।

পাত্র চাই

পাত্রী সুবর্ণবণিক, বি এ পাঠরতা, প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা, বয়স ২২ বৎসর, ৫'—৫" উচ্চতা, উপযুক্ত চাকুরীজীবী পাত্র চাই।

যোগাযোগ—ফোন ঃ ২৬৬৪৯৩

যোগাযোগের সময় রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত পঃ বঃ তন্তুবায়, সুদর্শন বি. কম (৩১) উচ্চতা ৫'-৬", নম্র, ভদ্র, নেশাহীন ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বঃ/অসবর্ণ, চাকুরীরতা / ঘরোয়া উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। সত্বর যোগাযোগ।

অজয় কৈলঠে। রঘুনাথগঞ্জ, বাজারপাড়া (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ ৯২৩২৯৯৬০১৫/৯২৩২৭৬৮৮৬৪

ব্লাউজ দোকান বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়পট্টি এলাকার 'ম্যাচিং কর্ণার', ব্লাউজের দোকান মালসহ বিক্রী করা হবে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

ম্যাচিং কর্ণার

মোবাইল ঃ ৯৪৩৪২৫৫৩৮০

হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম (২য় পৃষ্ঠার পর)

আমবাগানে বা তালপুকুরের ধারে খোলা জমিতে খেলতে আসার সময় পায় না। আমাদের ছেলেবেলার কবাডি, গাদি প্রভৃতি দেশীয় খেলাগুলো আজ অবহেলিত। লুকোচুরি, বুড়ি কবাডি, গোবরগুটি, মেয়েদের ভেলকুত্তা, ভাত তরকারি, বর বৌ, পুতুল বিয়ে, কুমীর-কুমীর আজ ধূসর হয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় কচুপাতার নৌকা ক'রে, তার উপর দু'চারটে পিঁপড়ে-যাত্রী চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া, লম্বা একধরনের শিসকে জোড়া লাগিয়ে ফড়িঙের ঘর বানানো, স্বণলতিকার মালা তৈরী করা, আম আঁটির ভেঁপু বাজানো, ঝিনুকের মাঝখানটুকু ফুটো করে কাঁচা আম ছাড়ানো, কালোজাম খেয়ে জিভ বেগুনী করার প্রতিযোগিতা —কতো না মধুর স্মৃতি আমাদের নষ্টালজিক করে তোলে।

(চলবে)

পাত্রী চাই

বৈদ্য, হাইস্কুল শিক্ষক (ভূগোল) M. A. B. Ed. J. B. T 32/5'4", মাসিক 11,000. দুই ভাই হাইস্কুল শিক্ষক। পিতা অবসরপ্রাপ্ত। সবর্ণ / অসবর্ণ শুধুমাত্র চাকুরীরতাই কাম্য, (মুর্শিদাবাদ)।

M—9434229419 (7 P. M.—10 P. M.)

শিল্পকলার রাজধানীতে আজ বইছে শিল্পায়নের হাওয়া

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, রামকিঙ্কর, সত্যজিতের শহর এই কলকাতা। শিল্পকলায়, চিন্তাভাবনায় যে সবার থেকে এগিয়ে। শিল্প বিনিয়োগে পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের প্রথম পাঁচটি রাজ্যের অন্যতম। এখন লক্ষ্য দেশের সেরা হওয়া। ২০০৪ সালে ১০৩২'৬১ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে কেবলমাত্র লৌহ-ইস্পাত শিল্পে, ৫৯টি নতুন ইউনিটে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। খাদ্য ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অগ্রগতি ও বিনিয়োগ এখন উল্লেখযোগ্য স্থানে অবস্থান করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মেমো নং ৬৯১ (৩০) তারিখ ৯/১১/০৬

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই অগ্রহায়ণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ নিউ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৩০ বছর পূর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐ ব্যাঙ্কের মনিগ্রাম শাখায় গত ১৬/১১/০৬ ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের নিয়ে এক সভা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সমাজসেবী কমলারঞ্জন প্রামাণিক এবং সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়ক নৃসিংহকুমার মন্ডল। মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক শাখা প্রবন্ধক বলরাম দাস এই ব্যাঙ্কের উত্তরোত্তর উন্নতির কথা বলতে গিয়ে জেলায় ২৭টি শাখা চালুর কথা জানান।

টেলি দপ্তর অচল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ থাকে। শেষে দপ্তরের অফিসারেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনেন। দপ্তর কর্মীদের বক্তব্য, প্রায় নাকি ঐ মহিলার ফোন আসে। ঘটনার দিন তাকে ডেকে না দেয়ার জন্যই নাকি এই বিপত্তি।

শহরের লজে ডেরা গেড়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কাপড় ব্যবসায়ীর পরিচয় দিয়ে এরা ঘর ভাড়া নেয়। পুলিশ এখনও বাকী তিনজনের কিনারা করতে পারেনি। বাংলাদেশ থেকে একদল সমাজবিরোধী এসে কিভাবে শহরে ঘর ভাড়া করে থাকছে বা তাদের কাছে কোন মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা এইসব প্রশ্ন স্থানীয় অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে।

খুন হওয়ায় ধুলিয়ান আতঙ্কিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

ধুলিয়ানের মানুষ আতঙ্কিত। সন্ধ্যে ৭টার পর কেউ বাইরে থাকে না। সমস্ত ব্যবসা প্রায় বন্ধ। বাইরের লোকও ভয়ে এখানে আসছে না। মাঝিরা নিরাপত্তার অভাবে একটা ফেরিঘাট বন্ধ করে দিয়েছে। তার ফলে ঐ এলাকার ছোট বড় সব ব্যবসায়ী মার খাচ্ছে। পুলিশ মাঝিদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিলেও প্রশাসনের উপর তাদের ভরসা হচ্ছে না। এলাকার বিধায়ক মইনুল হক ধুলিয়ানের এই পরিস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, কয়েকজন কালোবাজারীর দাপটে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত। প্রশাসনের উচিত এদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। কিন্তু প্রশাসনিক শিথিলতায় যখন তখন অঘটন ঘটে যাচ্ছে। অপরদিকে ধুলিয়ানের মানুষের অভিযোগ, যেখানে সেখানে মদের দোকান ও অনলাইন লটারীর দাপটে সাধারণ নিরীহ মানুষ পথে বসছে। অবিলম্বে মদ ও অনলাইন লটারী বন্ধের এবং রাজনীতির আড়ালে যে সব সমাজবিরোধী ও কালোবাজারী ধুলিয়ানে রামরাজত্ব চালাচ্ছে তাদের গ্রেফতার করে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা দাবী করছেন এলাকার মানুষ। বর্তমান থমথমে পরিস্থিতিতে শহরে পুলিশের টহল বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে পুলিশ বলে খবর।

নিরুদ্দেশ

মহাদেব হালদার (৩০), পিতা বিশ্বনাথ হালদার, বহড়া তিয়রপাড়া, পোঃ কলাবাগ, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২০০৫ এর জুলাই থেকে নিখোঁজ। তিনি মূক ও বধির, গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, উচ্চতা ৫'-৩", ডান ভুরুর ওপর কাটা দাগ আছে। শ্রীরামপুর হাউসিং এস্টেটে রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে উধাও হন। সে সময় তার পরনে সাদা প্যান্ট ও জামা ছিল। কেউ সন্ধান পেলে যোগাযোগ করুন—

বি, ডি, ও রঘুনাথগঞ্জ-২
০৩৪৮৩/২৬৪২৪১/৯৪৩৩৩১৯৮০
মেহবুব সেখ ৯৮৩১৫৩৬৪২২,
শুভেন্দু সিংহ রায় ৯৭৩২৬৪৮৩০৮

প্যারাটিচার নিয়োগ বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্যারাটিচার পদে নিয়োগ করা হয়নি। অথচ ইন্টারভিউ-এ ডিষ্ট্রিক্ট প্রোজেক্ট অফিসার শরৎবাবুকে প্রথম বিবেচিত করেন। অন্যদিকে স্কুল কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক মতবিরোধে কংগ্রেস সমর্থিত শরৎ দাসকে দ্বিতীয় করে সঞ্জয়কুমার দাসকে প্রথম মনোনীত করে। এই পরিস্থিতিতে শরৎ দাস স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা করেন। তার প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ১৭/৭/২০০৬ এর মধ্যে শরৎ দাসকে নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। কিন্তু আর এস পি মদতপুষ্ট স্কুল সেক্রেটারী ব্রজেন দাস তাতে ভ্রুক্ষেপ না করায় শরৎবাবু আজও স্কুলে যোগ দিতে পারেননি। শেষ খবরে জানা যায় সর্বশিক্ষা দপ্তর থেকে সম্প্রতি প্রতিটি স্কুলকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে—নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন স্কুল পোষ্ট খালি রাখলে ঐ স্কুলে নতুন করে কোন প্যারাটিচার নিয়োগ করা হবে না।

মার্কেটের সম্পর্ক নাই (১ম পৃষ্ঠার পর)

রিপোর্ট তৈরী হচ্ছে। পাশাপাশি টেন্ডার ডাকার যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে। এক কোটি টাকার প্রোজেক্ট। মাটির নীচে পিলার তৈরী ইত্যাদিতে সিংহভাগ টাকা এখন খরচ হয়ে যাবে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের ঘরের টাকা নিয়ে পর পর ফ্লোর তৈরী হবে। এক সাক্ষাতকারে এ সব তথ্য দেন পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য।

২—৩ কেজি ওজন কম (১ম পৃষ্ঠার পর)

এইভাবে সিলিন্ডার পিছু ২/৩ কেজি গ্যাস কম দিয়ে বাঁকা পথে এজেন্ট কি পরিমাণ মুনাফা লুঠছে এটাই দেখার। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় ডি, ওয়াই, এফ, আই নেতা অধ্যাপক দেবাশিস ব্যানার্জী ক্ষোভের সঙ্গে জানান—"সিল ভেঙে রিফিল করা মেসিন পাওয়া যায়। যদিও সিল ভাঙা আইন বিরোধী। এক্ষেত্রে গ্রাহকদের উচিত গ্যাস সিলিন্ডার ওজন করে দেখে নেয়া। শুধু শুধু থানায় অভিযোগ জানিয়ে আই সিকে টাকা রোজগারের সুযোগ করে দেয়া ছাড়া আর কিছু হবে না।"

মুর্শিদাবাদ সিল্ক
শাড়ীর বৈচিত্র্যে
সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(সুব্রত বাঘিড়া ও দেবব্রত বাঘিড়া শেষের ঘর)
মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।